আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৯

রমেশ ন্যায় পেয়েছে

বিনামূল্যে আইনি সহায়তা

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

রমেশ ন্যায় পেয়েছে

(বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-৯

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

Ramesh Ney Payeche : This book is based on legal awareness for the neoliterates on free legal aids. This book is prepared by National Literacy Mission Authority and Department of Justice, Govt. of India, New Delhi. This book is translated and published by State Resource Centre Assam, 1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road, Ambari, Guwahati-781001 (Assam)

March 2016 (500)

মূল পুথি	:	রমেশ কো মিলা ন্যায়
পুথি প্রস্তুতি কর্মশালায় অংশগ্রহণ কারীসকল	:	শ্রীস্বপন চন্দ্র পাল, শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, শ্রীরণবীর সরকার ও শ্রীমতী মানসী সাহা
প্রথম প্রকাশ	:	মার্চ ২০১৬ (৫০০)
প্রকাশক	:	রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম, মাণ্ডবী এপার্টমেণ্টছ, জি এন বি রোড, আমবারী, গুয়াহাটী-৭৮১ ০০১
সম্পাদনা	:	অনুরাধা বরুয়া, প্রসন্ন কুমার কলিতা
মুদ্রক	:	শরাইঘাট অফছেট প্রেছ বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-২১

কৃতজ্ঞতা

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। দেশের ৪১০ টি জেলা, যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম সেই জেলাগুলোকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সাক্ষর ভারত কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ এলাকার মহিলারা, তপশিলি জাতি / উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সমতুল্যতার কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার সংযোজন করা হয়েছে।

সাক্ষরতার সুবিধা ভোগীদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আন্তঃব্যক্তিক প্রচার অভিযান কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যে বিষয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতা একটি অন্যতম বিষয়।

আইনি বিষয়ের তথ্য সহজভাবে জনগণকে জানানোর জন্য আইনি সাক্ষরতা বিষয়ক উপকরণ শৃঙ্খলা তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ভারত সরকার এবং রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র অসম দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র ত্রিপুরা ও অসমের লেখক-লেখিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ও বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি তৈরী হয়েছে।

আইনি সাক্ষরতার উপাদানগুলি তৈরীতে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং এক্সেস টু জাষ্টিস (নর্থ ইষ্ট এণ্ড জম্মু কাশ্মীর) দলের দ্বারা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির অনুমোদন দিয়েছে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষসকল সহায়ক সংস্থা / বিভাগগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপাদানগুলির আইনি সাক্ষরতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযোগী হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রনালয়
নতুন দিল্লি

আমাদের বক্তব্য

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম এই পুস্তিকাসমগ্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। গুয়াহাটীতে অনুষ্ঠিত লেখা প্রস্তুতি কর্মশালায় এই পুস্তিকাসমগ্রের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনুদিত পুস্তিকাটি অসম রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকরণ দ্বারা অনুমোদিত। এই সুযোগে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। আশা করি পাঠক পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

সমীরণ ব্রহ্ম
সঞ্চালক
রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

ASSAM STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

1ST FLOOR, GAUHATI HIGH COURT, OLD BLOCK
GUWAHATI - 781001, ASSAM
PHONE : 0361 - 2514367, FAX : 0361 - 2601843

অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী

গুৱাহাটী - ৭৮১০০১

No. ASLSA-38/2014/71

Dated: Guwahati the 03rd May'2016

To
The Director,
State Resource Centre - Assam,
1- CD, Mandovi Apartments,
GNB Road, Ambari, Guwahati-781001
(Assam)

Sub: VETTING OF IEC MATERIALS ON LEGAL LITERACY COMPONENTS.

Ref.: Your letter no. SRC/170/97/654-56 dated 21.03.2016.

Dear Sir,

In inviting a reference to the subject as cited above, undersigned has the honor to state that the vetting of the IEC materials on legal literacy components in Bengali Language have been completed and are being returned herewith after minor modifications in sentence/word structuring and are shown in ink/pencil markings.

With best regards

Yours faithfully

(Mridul Kr. Saikia)
Member Secretary i/c
Assam State Legal Services Authority

Encl:
As stated above.

রমেশ ন্যায় পেয়েছে

রমেশ গান্ধীগ্রাম গ্রামের একজন শ্রমিক ছিল। ওর পরিবারে পত্নী রাধা, মেয়ে ছায়া এবং এক ছেলে হরি ছিল। রমেশের বৃদ্ধ মা বাবাও ওর সাথে থাকত। রমেশ এবং রাধা চাষবাসের মজুরী করে নিজের পরিবারের ভরণ পোষণ করত।

রমেশ যে গ্রামে থাকত সেখানে কুশল নামক এক কৃষক ছিল। পাশের গ্রামে তাদের পাঁচ কানি জমি ছিল সে রমেশ এবং তার পত্নী রাধাকে তার জমিতে মজুরী করার জন্য বলেছিল। কিন্তু রমেশ এবং রাধা তার জমিতে কাজ করতে যেত না, কারণ সে রাধাকে কু-দৃষ্টিতে দেখত।

একবার রাধা এবং রমেশ কুশলের জমিতে বীজ লাগাতে গিয়েছিল। কুশল রমেশকে নিজের ঘর থেকে হাল আনতে পাঠিয়ে ছিল। এর কিছুক্ষণ পরেই সে রাধার সাথে অশালীন ব্যবহার করতে লাগল, তখন থেকেই রাধা এবং রমেশ ওর জমিতে কাজ করতে যেত না। এই কারণেই তাদের প্রতি কুশলের মনে প্রতিশোধের ভাবছিল।

একদিন গ্রামের এক মহাজনের গয়না চুরি হয়েছিল। মহাজন থানায় রিপোর্ট করেছিল। পুলিশ গ্রামের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। এতে কুশল খুশি হল। কারণ সে ভাবল যে এটা ভাল সুযোগ রমেশকে চুরির দায়ে ফাঁসিয়ে দেওয়ার। এতে রমেশের জেল হবে। তখন রাধা দয়ার জন্য তার কাছে আসবে। কারণ এই তহশিলের উকিল মোহন তার কাছে আসে।

কুশল জেরা করতে আসা পুলিশদের বলে যে রমেশই বোধ হয় চুরি করেছে। পুলিশের লোকেরা রমেশের ঘরের সামনে চুরি যাওয়া কিছু গয়না পায়।

পুলিশ গয়নাগুলি চিহ্নিত করে, পুলিশেরও রমেশের উপর সন্দেহ হয়। তারা রমেশের বাড়ী ঘিরে ফেলে সবগুলি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে। কিন্তু কিছুই খুঁজে পায় না। তারা রমেশকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। রাধা এবং রমেশের বৃদ্ধ মা-বাবা এতে ঘাবড়ে যায়। রাধা কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকে আমার স্বামীকে জেল থেকে কে ছাড়াবে। আমার কাছে তো উকিলকে দেবার মত কোন টাকা পয়সা নেই।

রাধার কথাশুনে হরি বলে যে মা ঘাবড়িও না। আমি বাস ষ্টেশনের কাছেই বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা কেন্দ্রের সাইনবোর্ড লাগানো আছে দেখেছি। সেখানে দুজন উকিল আমাদের গ্রামের প্রধানের সাথে কথা বলছিল। তারা বলছিল যে সরকার গরীব লোকদের ন্যায় বিচার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আমি ঐ অফিসে যাচ্ছি এবং বাবাকে ছাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি।

এতে রাধা কিছুটা শান্ত হল। সে বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা কেন্দ্রে গেল। সেখানে উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। পরের দিন রমেশকে জজ সাহেবের কাছে হাজির করল।

জজ সাহেব রমেশকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। রমেশ জজ সাহেবকে বলল যে সে চুরি করেনি। তাকে চুরির মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। পুলিশের লোকেরা তাকে জোরকরে থানায় বন্দী করে রাখে। তার পরিবার দিনমজুরি করে চলে। সে চোর নয় তার কাছে চুরি করা মালও (গয়না) নেই।

জজ সাহেব রমেশকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার কি কোন উকিল আছে যে তোমার জন্য মামলা লড়তে পারবে, তোমাকে ন্যায় দিতে পারে।

রমেশ বলল আমরা গরীব লোক। লেখা-পড়া জানি না। আমরা মামলা কিভাবে লড়ব। উকিলকে দেবার মত আমার কাছে টাকা নেই। আমাকে জেল থেকে কবে ছাড়া হবে। আমাকে কাজে যেতে হবে নাহলে আমার পরিবার না খেয়ে মরবে।

জজ সাহেব রমেশের কথা মন দিয়ে শুনলেন। রমেশকে বললেন আমি তোমাকে সরকারী খরচে উকিলের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তখন বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা কেন্দ্রের উকিল জজ সাহেবের সামনে উপস্থিত হয়। রাধা এবং হরিও উকিলের সাথে ছিল। উকিল সাহেব সঙ্গে সঙ্গে জামিনের কাগজ জমা দেয় এবং জজকে সমস্ত সত্য ঘটনা বলে। রমেশকে জামিনে ছাড়ার জন্য জজ সাহেবের কাছে আবেদন করে।

জজ সাহেব রমেশকে জামিনে ছেড়ে দেন।

পুলিশ রমেশের বিরুদ্ধে মামলা দাখিল করে। বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা দেওয়া কেন্দ্র থেকে একজন উকিল রমেশের পক্ষে মামলা লড়ে এবং শেষ তর্কে জজ সাহেবকে জানায় যে রমেশ নির্দোষ। সে কোন অপরাধ করেনি।

চুরি যাওয়া জিনিষও তার থেকে পাওয়া যায় নি। পুলিশ রমেশের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী বা প্রমাণ দিতে পারে নি।

জজ সাহেব সমস্ত প্রমাণ, সাক্ষী এবং রমেশের পক্ষের উকিলের তর্ক শোনেন। এরপর রায় দেন - রমেশের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণিত হয় নি। অতএব তাকে সম্মানের সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হোক।

বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা

প্রত্যেক নাগরিকের ন্যায় পাবার অধিকার আছে। গরীব বা অশিক্ষিত ব্যক্তিরা আদালতের খরচ, উকিলের ফি ও অন্যান্য খরচ দিতে পারে না। এইজন্য সরকার বিনামূল্যে আইনি পরামর্শ বা সহায়তা কেন্দ্র তৈরী করেছে। ফলে প্রয়োজন অনুসারে গরীব লোকেরা বিনা খরচে ন্যায় বিচার পেতে পারে।

কারা এই সুবিধা পাবেন ঃ

১। তপশিলি জাতি / উপজাতি গোষ্ঠীর লোকেরা।

২। অবৈধভাবে মানবপাচারকারীর শিকার যারা।

৩। এমন লোক যাদের দিয়ে ভিক্ষা করানো হয়।

৪। মহিলা এবং বাচ্চারা।

৫। মানসিক রোগী এবং বিকলাঙ্গরা (শারীরিক প্রতিবন্ধীরা)

৬। জাতিগত হিংসা, বন্যা, খরা, ভূমিকম্প বা অন্যকোন দুর্যোগে পীড়িত লোকেরা।

৭। বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা।

৮। নারী নিকেতন, কিশোর গৃহ বা মানসিক রোগী সেবাকেন্দ্রের লোকেরা।

৯। যাদের বার্ষিক আয় ১ লক্ষের চেয়ে কম।

১০। শহীদ সৈনিকদের পরিবারের লোক।

১১। জেলে বন্দী লোক।

তহশিল, জেলা, রাজ্য তথা কেন্দ্রস্তরে আইনি সহায়তা তথা পরামর্শ বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে। এইসব কেন্দ্রে

সরকারীভাবে আইনি সহায়তার জন্য আধিকারিক নিযুক্ত করা হয়েছে। সহায়তা আধিকারিকের কাছে অবেদন পত্রের মাধ্যমে আইনি সহায়তা বা পরামর্শ পাওয়া যায়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় —

১। এই সুবিধা সম্পূর্ণভাবে বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

২। আপনি সবসময় বিনা খরচায় যোগ্য উকিলের সাহায্য পাবেন।

৩। যিনি আবেদন করবেন, তাকে সঠিক তথ্য দেওয়া হয়।

৪। দরকারী কাগজপত্র বিনামূল্যে তৈরী করে দেওয়া হয়।

৫। আবেদনকারী চিন্তামুক্ত থাকেন।

৬। জনস্বার্থ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিনা খরচে আইনি সহায়তা পাওয়া যাবে।

৭। বিনামূল্যে আইনি সহায়তা বা পরামর্শ পাওয়া না গেলে এর বিরুদ্ধে জেলা ন্যায় বিচারক (District Judge) নিকট বা প্রধান বিচারকের কাছে অভিযোগ করা যায়।

৮। নিজেদের মধ্যে যুক্তি তথা বুদ্ধি পরামর্শ করেও মামলার নিষ্পত্তি করা যায়।

৯। বিনামূল্যে আইনি সহায়তা তহশিলদার, এস.ডি.ও বা মহকুমা শাসক, কালেক্টর, কমিশনার, তহশিল

আদালত, জেলা আদালত, উচ্চ আদালত বা সুপ্রীমকোর্টের কাছেও পাওয়া যায়।

আইনি সহায়তা কিভাবে পাওয়া যেতে পারে —

১। কোন ব্যক্তির যদি আইনি সহায়তা বা পরামর্শের প্রয়োজন হলে সে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা বা পরামর্শ কেন্দ্রে গিয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে পারেন। আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি জানাতে হবে ঃ

ক. আবেদনকারীর নাম

খ. পিতার নাম

গ. ঠিকানা

ঘ. বয়স

ঙ. কি ধরণের সহায়তা দরকার

চ. মামলার বিবরণ

ছ. নিজের আর্থিক অবস্থা

আবেদন পত্রে উল্লিখিত তথ্যগুলি সম্পূর্ণভাবে লিখে একটি খামে ভরে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা কেন্দ্রে জমা দিতে হবে। আধিকারিক মামলার প্রাথমিক তদন্ত করে উপযুক্ত আইনি সহায়তা প্রদান করবেন।

প্রকাশিত বইগুলি

১। চোখ খোলে গেল (ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য)

২। নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন (তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

৩। রমার পাঠশালা (শিক্ষার অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯)

৪। গরিমার প্রশ্ন (যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন ২০১৩)

৫। যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ (পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

৬। আশার আলো
(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

৭। এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

৮। অত্যাচারের শেষে (উপজাতি - জাতি অত্যাচার নিবারণ নিয়ম ১৯৮৯)

৯। রমেশ ন্যায় পেয়েছে (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

১০। আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য
(বন অধিকারের মান্যতা আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮)

১১। ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

Saakshar Bharat

STATE RESOURCE CENTRE ASSAM
1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road
Ambari, Guwahati-781001
E-mail-srcassam@hotmail.com
Website : www.srcguwahati.in